দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR. 17 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

26

'বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার' সেমিনার

ক্যাডার-নন ক্যাডার ও সচিবালয় ভিত্তিক কাঠামো বিলুপ্ত করে জনপ্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ 'বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিদ্যমান ক্যাডার-নন ক্যাডার ও সচিবালয়ভিত্তিক কাঠামো বিলুপ্ত করে দেশের জনপ্রশাসনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নীতিনির্ধারণী রাজনৈতিক স্তর, বাস্তবায়নকারী ব্যুরো ও জেলা সরকার– এই তিন পর্যায়ে প্রশাসনের নতুন কাঠামো বিন্যাস করতে হবে।

জন প্রশাসন সংস্কার কমিশনের উদ্যোগে স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই সেমিনার মঙ্গলবার শেষ হয়। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া, বিশ্বব্যাংক ঢাকা মিশনের প্রধান ফ্রেডেরিক টি. টেম্পল ও কমিশনের চেয়ারম্যান এটিএম

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ক্যাডার-নন ক্যাডার

(প্রথম পাতার পর)

শামসুল হক। সেমিনারের সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন সাবেক অর্থমন্ত্রী এএমএ মুহিত।

সুপারিশমালায় বলা হয়, প্রস্তাবিত নতুন প্রশাসনিক কাঠামোয় ক্যাডার-নন ক্যাডার বলে কিছু থাকবে না। প্রশাসনের শীর্ষে নীতিনির্ধারণী রাজনৈতিক পর্যায়ে থাকবে মন্ত্রণালয়। এর প্রধান হবেন মন্ত্রী। তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের জন্য ৫/৬ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। মন্ত্রণালয়ের কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য অল্প কয়েকজন কর্মকর্তা থাকবেন, কিন্তু কোন কর্মচারী থাকবে না। এ পর্যায়ে মোট জনবল হবে সর্বোচ্চ আড়াই হাজার। দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট ৯৮টি বাস্তবায়নকারী ব্যুরো থাকবে, যার মোট জনবল হবে দেড় লাখ। ব্যুরোগুলো তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি জনবল নিয়োগ দেবে। তৃতীয় পর্যায়ে দেশে মোট ৬৭টি জেলা সরকার থাকবে এবং এর প্রতিটিতে গড়ে সাড়ে ১১ হাজার জনবল থাকবে। সার্বিকভাবে জনপ্রশাসনে মোট জনবল হবে প্রায় ৯ লাখ, যা বিদ্যমান সংখ্যার কাছাকাছি।

সেমিনারে প্রশাসনের আকার ছোট করার সুপারিশ করে বলা হয়, বর্তমানের সাড়ে ১৩ লাখ পদকে ৯ লাখ ৩০ হাজারে কমিয়ে আনতে। যে ১ লাখ পদ বছরের পর বছর শূন্য থাকছে সেগুলো বিলুপ্ত করতে হবে। অবসর গ্রহণের ফলে প্রতিবছর যে ৬ শতাংশ পদ শূন্য হয় সেগুলো বিলুপ্ত করতে হবে। আমদানি-রফতানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের মতো অপ্রয়োজনীয় সরকারী অফিসগুলোর বিলোপ সাধন করতে হবে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ ঘটিয়ে বিদ্যমান জনবলের সিংহভাগকে প্রস্তাবিত জেলা সরকারের আওতায় নিয়ে যেতে হবে।

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সুপারিশ করে এতে বলা হয়, জনগণ ও গণমাধ্যমের তথ্য পাবার অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে নতুন আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে। যে কোন চুক্তি নিয়োগ প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ইন্টারনেট বা অন্যান্য মাধ্যমে জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক প্রশাসনিক দফতরে সিটিজেন্স চার্টার থাকতে হবে এবং তা মেনে না চললে কর্মকর্তাদের দায়ী করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। পৃথক অডিট, এ্যাকাউন্টস ও মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান পদ্ধতি সহজীকরণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদানের পাশাপাশি পুরস্কার ও শাস্তির বিধান করতে হবে। বিশেষ করে তথ্য-প্রযুক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটাতে হবে।

জনপ্রশাসনে দুর্নীতি রোধের বিষয়ে সেমিনারে সুপারিশ করা হয় যে, সরকারের রাজনৈতিক ও কর্মকর্তা পর্যায়ের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রতিবছর সম্পদের বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক করতে হবে। তাদের 'ডিসক্রিশনারি' ক্ষমতা বিলুপ্ত করতে হবে। ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ঘুষ প্রদানকারী কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান করতে হবে। সুশাসন কমিশন গঠন করতে হবে।

পর্যাপ্ত মাত্রায় দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আহরণের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আইন-কাঠামো জোরদার, মস্তানরাজ অবসান ও আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্যও এতে সুপারিশ করা হয়।

এই আন্তর্জাতিক সেমিনারের সুপারিশে আরও বলা হয়, জনপ্রশাসনের ওপর সংসদীয় তদারকী ব্যবস্থা কার্যকর ও জোরদার করতে হবে। নিয়োগ ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করে আমলাদের মান বাড়াতে হবে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর (ইউএনডিপি) অর্থায়নে এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের (বিইউপি) সহায়তায় এই আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এর সমাপনী দিনের তিনটি কর্ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান এমপি, স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। এতে 'প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন ও জনবল সুষমকরণ' বিষয়ে সাবেক সচিব এম নুরুন্নবী চৌধুরী, 'সংসদীয় তদারকী জোরদারকরণ' বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হারুন-অর-রশিদ এবং 'অপচয় রোধ ও সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন' বিষয়ে সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এএমএ মুহিতের মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, উচ্চ পর্যায়ের বর্তমান ও সাবেক সরকারী কর্মকর্তা, দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি প্রমুখ।